বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং- ১৫/২০২১

আবেদনের তারিখ: ২৪/০৬/২০২১ খ্রি.

এন.সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড, সাভার, ঢাকা এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ..... **দাবিকারী**

বনাম

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর পক্ষে চেয়ারম্যান এবং
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর পক্ষে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ..... **প্রতিপক্ষ**

উপস্থিত: জনাব জনাব মো: নুরুল আমিন, চেয়ারম্যান
জনাব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সদস্য
জনাব ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি, সদস্য
জনাব আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান, সদস্য
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, সদস্য

শুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের নাম:

ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রাসেল সিদ্দীকী, আইনজীবী
জনাব এ.কে এম তারেক, আইনজীবী
----------দাবিকারীর পক্ষে
জনাব মো: ফয়সাল মোস্তফা, আইনজীবী
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, ডিজিএম
---------- প্রতিপক্ষের পক্ষে

রোয়েদাদের তারিখ: ১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী রোয়েদাদ (Award)

(ক) দাবিকারী এন.সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

দাবিকারী ভুমির মালিক ও ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর গ্রাহক হিসেবে প্রতিপক্ষ তার ভুমি বিদ্যুতের সুবিধাসহ প্লাস্টোক্রাফট লিমিটেড এর নিকট ০৮/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখ ভাড়া প্রদান করে। প্লাস্টোক্রাফট লিমিটেড নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করে এবং জানুয়ারি ২০২০ মাস হতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত নিয়মিত বিল পরিশোধ করে। অত:পর কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারী বিধিনিষেধ মোতাবেক প্লাস্টোক্রাফট লিমিটেড ২৬ মার্চ ২০২০ হতে কারখানা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এতদস্বত্তেও প্রতিপক্ষ এপ্রিল ২০২০ মাসের জন্য ১,১১,৩৫০/- টাকার বিদ্যুৎ বিল প্রেরণ করে। ফলে প্লাস্টোক্রাফট

লিমিটেড মিটার চেক করার অনুরোধ করে প্রতিপক্ষকে পত্র লেখার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ বিদ্যমান মিটার নং- ১৬১৪১২১৫ অপসারন করে তদস্থলে নতুন একটি মিটার নং- ১৫৭০৩০৬১ ইনস্টল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ এপ্রিল ২০২০ মাসের সংশোধিত বিল কিংবা মিটার পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করেননি।

প্রতিপক্ষ ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে দাবিকারীর আঙ্গিনা পরিদর্শন করে মিটার অপসারণ করে এবং ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে মিটার টেস্ট করে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে পুরাতন মিটার নং- ১৬১৪১২১৫ এর রিপোর্ট প্রদান করে যাতে লেখা রয়েছে যে,

> "মিটার বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মিটার স্থাপনের পূর্বে যথাযথ গ্রাউন্ডিং নিশ্চিত করা এবং সকেটের সহিত মিটার টার্মিনালের লুস কন্ট্রাক্ট না থাকা নিশ্চিত করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া গেল।"

প্রতিপক্ষ একই দিনে অর্থাৎ ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং গঠিত তদন্ত কমিটি একই তারিখে অর্থাৎ ০৪/০৮,২০২০ খ্রি: তারিখে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনে মিটার টেম্পারিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের মূল্য বাবদ ২০,২৯,০২৭/- (বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতাঁশ) টাকা এবং পবিস নির্দেশিকা ৬১০-৩০ ও বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী জরিমানা ও অন্যান্য পাওনা আদায়ের সুপারিশ করা হয়।

প্লাস্টোক্রাফট লিমিটেড রপ্তানীমূখী একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ব্যবসা চালু রাখার স্বার্থে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ পুন:প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাধ্য হয়ে মিটার টেম্পারের অভিযোগ স্বীকার করে কিস্তির মাধ্যমে বিরোধীয় অর্থ/বিল পরিশোধের প্রস্তাব করে।

পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ দাবিকারীর বিরুদ্ধে Electricity Act, 2018 এর ধারা ৩২(২) ও ৩৩(১) মোতাবেক CR Case No. ১৫৪/২০২১ দায়ের করে। স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করলে দাবিকারী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল মিসসেলেনিয়াস কেস নং- ২৮২৯১/২০২১ হতে জামিন পান এবং স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পন করে। উক্ত আদালত জামিন বৃদ্ধি

পূর্বক পুন:সংযোগ প্রদানের আদেশ প্রদান করে। প্রতিপক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মেট্রোপলিটন সেসশ জজ কোর্টে ক্রিমিনাল রিভিশিন নং- ৬৭৮/২০২০ দায়ের করে। শুনানী অন্তে মাননীয় মেট্রোপলিটন সেসশ জজ আদালত সংযোগ পুন:স্থাপনের আদেশ প্রদান করে।

প্রতিপক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল মিসসেলেনিয়াস কেস নং- ৮৩৩০/২০২১ দায়ের করে। শুনানী অন্তে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিরোধীয় বিলের কিছু অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে দাবিকারীর বিদ্যুৎ সংযোগ ০৪/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে পুন:স্থাপন করে।

বর্ণিতাবস্থায় বিরোধীয় বিল বাতিল মর্মে ঘোষণা চেয়ে দাবিকারী পক্ষ কমিশনের নিকট প্রার্থনা জানান। বিস্তারিত Statement of Claim (SoC) এ উল্লেখ রয়েছে।

(খ) প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা পবিস-১ এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে প্রতিপক্ষ ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে দাবিকারীর মিটার (নং- ১৫৭০৩০৬১) পরীক্ষায় R এবং Y ফেজে ভোল্টেজ ও অ্যাম্পায়র ০ (শূন্য) দেখা যায়। অধিকতর পরীক্ষায় মিটারের অভ্যন্তর সকেটে একটি রিমোট কন্ট্রোল সার্কিট লুকায়িত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে দাবিকারীর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সাভারে অবস্থিত বাপবিবো'র সিস্টেম অপারেশন ওয়ার্কশপে মিটার পরীক্ষা করে দেখা যায় মিটার টেম্পারিংয়ের কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনায় মিটারে ৬৬% রিডিং রেকর্ড কম হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষের ইনকোয়ারি কমিটির ০৪.০৮.২০২০ খ্রি: তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় হয় যে, মিটার সকেটের অভ্যন্তরে আলাদা একটি ডিভাইস লাগানোর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ২২৯৯৮৪ ইউনিটের মূল্য (ভ্যাট সহ) ২০,২৯,০২৭/- (বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতাশ) টাকা পবিস নির্দেশিকা ৩০০ -- ৩০ মোতাবেক আদায় করা যেতে পারে। ফলে দাবিকারীর বিরুদ্ধে ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২(২) ও ৩৩(১) মোতাবেক সি.আর কেস নং-১৫৪/২০২০ দায়ের করে পেনাল বিল বাবদ ৪৭,১৬,০৫৪/- (সাতচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার চুয়ান্ন) টাকা দাবি করা হয়।

দাবিকারী লিখিত অঙ্গিকার প্রদানের মাধ্যমে মিটার টেম্পার করার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২(২) মোতাবেক পেনাল বিল (দ্বিগুণ বিল) করা হয়েছে। দাবিকারী বিরোধীয়

বিল হতে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করায় বিদ্যুৎ সংযোগ পুন:স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দাবিকারী বিরোধীয় সমস্ত অর্থ পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য। ফলে প্রতিপক্ষ দাবিকারীর আবেদন খারিজ করার প্রার্থনা জানান। বিস্তারিত Statement of Defence (SoD) এ উল্লিখিত আছে।

(গ) বিচার্য বিষয়সমূহ:

দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC), Statement of Defence (SoD), অন্যান্য দলিলাদি এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনায় অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনটি নিষ্পত্তিকল্পে নিম্নরূপ বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হ'ল:

১। প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক দায়েরকৃত দিআর মামলা নং- ১৫৪/২০২০ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যুৎ বিল ২০,২৯,০২৭/- (ভ্যাটসহ) এর দ্বিগুন ৪০,৫৮,০৫৪/- (চল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার চুয়ান্ন) টাকার দাবি বাতিলযোগ্য বা সংশোধন যোগ্য কিনা; এবং

২। কোন পক্ষ অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

(ঘ) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:

নথি ও উভয়পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঢাকা পবিস-১ থেকে দাবিকারী এন.সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড ৩০/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে কুটুরিয়া গ্রামের শিল্প ইউনিটে একটি শিল্প সংযোগ নেয়া মিটার নং- ১৬১৪১২১৫ এবং হিসাব নং- ৩৮৯/৬২৫৫। দাবিকারীর বক্তব্য মতে এপ্রিল/২০২০ মাসে lockdown থাকা সত্বেও তার মতে বেশী বিল আদায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫৭০৩০৬১ নং একটি নতুন মিটার লাগিয়ে দেয়া হয়। ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে ঢাকা পবিস-১ এর রুটিন চেকিং এর ধরা পরে যে ১৫৭০৩০৬১ নং মিটারটির ২ ফেজ (R ও Y) এর ভোল্টেজ ও কারেন্ট শূন্য পাওয়া যায় এবং মিটার সকেট এর ভিতরে একট রিমোর্ট কন্ট্রোল সার্কিট পাওয়া যায়। মিটার ও সাকেটটি গ্রাহক ও স্থানীয় লোকজনের সম্মুখে অপসারণ করে BREB এর সাভারস্থ সিস্টেম অপারেশনাল ওয়ার্কশপে পাঠিয়ে গ্রাহক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা হলে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়:

"১। মিটার সকেটের অভ্যন্তরে আদালা একটি ডিভাইস লাগানোর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের মূল্য বাবদ ২০২৯০২৭ (বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতাশ) টাকা আদায় করা যেতে পারে।

২। পবিস নির্দেশিকা ৩০০ – ৩০ এবং সর্বশেষ ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী ডিসি/আরসি/সাধারণ জরিমানা ও অন্যান্য পাওনাদি (যদি থাকে) আদায় করা যেতে পারে।

৩। মিটার রিডিং গ্রহণ করার সময় সকল সীল, ভোল্টেজ, কারেন্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

৪। মাসের যেকোন সময় শিল্প মিটারের রিডিং আকস্মিকভাবে যাচাই করা যেতে পারে।

৫। পবিস নির্দেশিকা ১০০ – ৪০ অনুযায়ী মিটার চেকিং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।"

বিগত ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে ঢাকা পবিস-১ থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি দ্বারা বিষয়টি তদন্ত করানো হয়। কমিটি মিটার টেস্ট রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে ৬৬.৬৭% কম রেকর্ড হয়েছে মর্মে মতামত দেন। কমিটি সাব সিডিয়ারী লেজার ও রিডিং শীট পর্যালোচনা করে সংযোগ প্রদান মাসেই রিমোর্ট কন্ট্রোল সিস্টেম বসানো হয়েছে মতামত দেন এবং কমিটি জানুয়ারি/২০২০ থেকে জুলাই/২০২০ পর্যন্ত বিলকে এক ফেউজ এর ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ধরে ৩ ফেইজ এর বিদ্যুৎ হিসাব করে ২০,২৯,০২৭/- টাকা কম বিল করা হয়েছে মর্মে মতামত দেন এবং বিদ্যুৎ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী জরিমানাসহ বিল আদায়ের সুপারিশ করা করে। সেই সূত্রে জানুয়ারি/২০২০ থেকে জুলাই/২০২০ পর্যন্ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট ২,২৯,৯৮৪ ইউনিট এর দ্বিগুন জরিমানা বিল বাবদ ৪০,৫৮,০৫৪/- (চল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার চুয়ান্ন) টাকার দাবি করে। তন্মধ্যে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক দাবিকারীপক্ষ ২,২৩,৮৩৮ কি.ও.ঘ. এর মূল্য বিগত ০৩/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখে পরিশোধ করে। পরবর্তীতে বিগত ১৪/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানিতে কমিশন হতে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সমঝোতা বৈঠকে পুনঃমূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট এর পরিমাণ ২,০৫,৮৪৮ কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করে এর দ্বিগুন ইউনিট ৪,১১,৬৯৬ এর জরিমানা বিল পুনর্নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু দাবিকারী মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ইতোপূর্বে ২,২৩,৮৩৮ কি.ও.ঘ. এর মূল্য ইতোপূর্বে পরিশোধ করেছেন। সেহেতু প্রতিপক্ষ পরিশোধিত ইউনিট বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (৪,১১,৬৯৬ – ২,২৩,৮৩৮) ১,৮৭,৮৫৮ কি.ও.ঘ এর মূল্য বাবদ ১৫,৭৫,৮৯৩/- (পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তিরানব্বই) টাকা পরিশোধের জন্য বিগত ১২/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে ১৫২৩ নং স্মারকমূলে দাবিকারীর নিকট পত্র প্রেরণ করে।

যেহেতু মিটার সকেটে রিমোর্ট কন্ট্রোল সার্কিট বসানো এবং ২ ফেইজ এ শূন্য কারেন্ট এর বিষয় ২টি প্রমাণিত এবং সংযোগ প্রদান থেকে মিটারিং ডাটা টেম্পারিং সনাক্ত হওয়া পর্যন্ত (০৩/০৮/২০২০) বিল এর ধারাবাহিকতা পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ (এপ্রিল/২০২০ ও মে/২০২০ মাসের করোনা মহামারির কারণে বিল অস্বাভাবিক কম হয়েছে) তাই প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিরুপিত জানুয়ারি/২০২০ থেকে জুলাই/২০২০ পর্যন্ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিট ২,০৫,৮৪৮ কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিটের জন্য PBS Instruction 300 - 30 মোতাবেক জরিমানা বিল (২,০৫,৮৪৮ ইউনিটের দ্বিগুণ = ৪,১১,৬৯৬ ইউনিটের মূল্য) ধার্য করা যথাযথ হয়েছে। যেহেতু দাবিকারী পক্ষ ইতোমধ্যে ২,২৩,৮৩৮ কি.ও.ঘ. এর মূল্য পরিশোধ করেছেন সেহেতু অপরিশোধিত ১,৮৭,৮৫৮ কি.ও.ঘ এর মূল্য বাবদ ১৫,৭৫,৮৯৩/- (পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তিরানব্বই) টাকা দাবি করে বিগত ১২/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে ১৫২৩ নং স্মারকে জারী করা পত্র যথাযথ হয়েছে।

[৬] সিদ্ধান্ত ও আদেশ:

পক্ষদ্বয় কর্তৃক দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC), Statement of Defence (SoD), অন্যান্য দলিলাদি, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং সমূহ বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণান্তে অত্র কমিশন সালিশকারী হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে,

৬.১ সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত – (১) প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক দায়েরকৃত সিআর মামলা নং- ১৫৪/২০২০ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যুৎ বিল ২০,২৯,০২৭/- (ভ্যাটসহ) এর দ্বিগুন ৪০,৫৮,০৫৪/- (চল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার চুয়ান্ন) টাকার দাবি সংশোধন যোগ্য। এবং প্রতিপক্ষ ইতোমধ্যে দাবি সংশোধন করে বিগত ১২/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে ১৫২৩ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে যে অপরিশোধিত ১৫,৭৫,৮৯৩/- (পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তিরানব্বই) টাকার যে দাবি করেছেন তা যথাযথ। তবে বিরোধীয় বিল কমিশনের নিকট বিচারাধীন থাকায় কমিশনের নিকট বিচারাধীন সময়ের জন্য কোন সারচার্জ প্রযোজ্য হবে না।

সিদ্ধান্ত – (২) কোন পক্ষ অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

৬.২ আদেশ

উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সমূহ বিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক এন.সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা পবিস-১ এর মধ্যে উদ্ভুত বিরোধীয় বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০(২) ধারা মতে আদেশ প্রদান করছে যে,

প্রতিপক্ষ ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যুৎ ২,০৫,৮৪৮ ইউনিটের এর দ্বিগুন ৪,১১,৬৯৬ কি.ও.ঘ. এর মূল্য জরিমানা বিল হিসেবে দাবি করা যথাযথ হয়েছে। দাবিকারী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২,২৩,৮৩৮ কি.ও.ঘ. এর মূল্য পরিশোধ করায় অবশিষ্ট ১,৮৭,৮৫৮ কি.ও.ঘ এর মূল্য বাবদ ১৫,৭৫,৮৯৩/- (পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তিরানব্বই) টাকা এর ২০% অত্র আদেশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ টি সমান কিস্তিতে নিয়মিত মাসিক বিদ্যুৎ বিলের সাথে পরিশোধ করার জন্য দাবিকারী এন. সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড, সাভার, ঢাকা কে নির্দেশ দেয়া হলো। উক্ত অর্থের উপর কোন সারচার্জ আরোপিত হবে না।

অদ্য ১২/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৪০(২) অনুযায়ী অত্র রোয়েদাদ ও আদেশ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো। ঘোষিত রোয়েদাদ ও আদেশ উক্ত আইনের ৪০(৫) ধারা মতে চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ৪০(৬) ধারা অনুযায়ী কার্যকর হবে।

অত্র বিরোধ দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নিষ্পত্তি করা হল।

[স্বাক্ষরিত]
(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য (পেট্রোলিয়াম)

[স্বাক্ষরিত]
(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)
সদস্য (বিদ্যুৎ)

[স্বাক্ষরিত]
(ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি)
সদস্য (গ্যাস)

[স্বাক্ষরিত]
(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সদস্য (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)

[স্বাক্ষরিত]
(মোঃ নূরুল আমিন)
চেয়ারম্যান

নং- ২৮.০১.০০০০.০১৬.৩১.০২৩.২১.১৪৮-২৯

তারিখ: ০৬ কার্তিক ১৪৩০
২২ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (কার্যার্থে):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা- ১২১৩।

২। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এন.সাকিব অ্যাপারেলস লিমিটেড, কাঠগোরা, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

মুদ্রাক্ষরিক

২২/১০/২৩

কাজী রফিকুল ইসলাম
অফিস সহায়ক/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পরীক্ষক/নিরীক্ষক

২২/১০/২০২৩

মো: শাহাদাত হোসেন
সহকারী পরিচালক (আইন)

অনুমোদনকারী

ব্যারিস্টার মো. খালেদুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৭
ই-মেইল: secy@berc.org.bd